জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা - জানুয়ারি ২০০৮/03

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* বিলম্বিত নির্বাচন সফল হবে- নেপালে জাতিসংঘের শীর্ষ দুতের আশাবাদ
* শিশুদের জীবন রক্ষায় প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট স্বাস্থ্য কৌশল- ইউনিসেফ
* গাজা: ত্রাণ পরিবহনের পথ বন্ধের বিষয়ে মহাসচিবের উদ্বেগ প্রকাশ
* জাতিসংঘ দুতের মায়ানমার প্রত্যাবর্তনের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হতে পারে- নিরাপত্তা পরিষদ

বিলম্বিত নির্বাচন সফল হবে- নেপালে জাতিসংঘের শীর্ষ দুতের আশাবাদ

২৩ জানুয়ারি- নেপালে জাতিসংঘের প্রধান দুত বলেন, শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য নেপালের জনসাধারণের যে আকাঙ্ক্ষা রয়েছে এবং সংলাপের ক্ষেত্রে নেপালের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যে সামর্থ্য প্রদর্শন করেছেন তাতে তিনি আশাবাদী যে আগামী ১০ এপ্রিলের সংসদ নির্বাচন সফলভাবে অনুষ্ঠিত হবে। এ নির্বাচন দু'বার পেছানো হয়েছে।

নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে এক সংবাদ সম্মেলনে নেপালে জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি ইয়ান মার্টিন বেশ কয়েক মাস সংকট চলার পর নির্বাচনের ক্ষেত্রে সহযোগিতার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছানো ও ২৩ দফা চুক্তিতে উপনীত হওয়ার জন্য সাত দলীয় জোট সরকারের সদস্যদের প্রশংসা করেন।

তবে তিনি বলেন নেপালে সবসময় প্রান্তিক অবস্থানে থাকা গোষ্ঠীগুলোকে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করাই নির্বাচন সফল হওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান বিষয়।

জনাব মার্টিন বলেন, মাধেশী, জনজাতি এবং দলিত সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ মনে করে গত মাসে যে চুক্তি হয়েছে তারা তা থেকে বাদ পড়ে গেছেন। যদিও সরকারি জোট এসব সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ও দেশটির পুর্ব ও মধ্য তেরাই অঞ্চলে তৎপর সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর সাথে সংলাপে বসার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

জনাব মার্টিন বলেন, সংসদ নির্বাচনে সব পক্ষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য একটি মৌলিক চুক্তিতে পৌছানো সম্ভব কেননা সকলেই চায় যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক। তবে তার জন্য অনতিবিলম্বে সংলাপে বসতে হবে, সংলাপ হতে হবে বাস্তবসম্মত এবং উক্ত গোষ্ঠীগুলোর সাথে যে চুক্তি হবে তা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার থাকতে হবে।

এই নির্বাচন গত বছরের জুনে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু সরকার ও নেপালের কম্যুনিস্ট (মাওবাদী) দলের মধ্যকার চলমান অবিশ্বাসের কারণে তা পেছানো হয়। এই সংসদ যুদ্ধপরবর্তী সময়ে এই দেশটির জন্য একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করবে।

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে পুর্ব ও মধ্য তেরাই অঞ্চল ছিল স্থানীয় কর্মকর্তা, সাংবাদিক ও অন্যান্যদের হত্যা বা অপহরণসহ ক্রমবর্ধমান সহিংসতার কেন্দ্রবিন্দু। নিরাপত্তা পরিষদ নেপালে জাতিসংঘ মিশনের মেয়াদ (আনমিন) আরো ছয়মাস বর্ধিত করে ২৩ জুলাই পর্যন্ত বর্ধিত করার ব্যাপারে সর্বসম্মত ভোট প্রদান করে এবং ২০০৬ সালের সমন্বিত শান্তি চুক্তির মধ্যদিয়ে সরকার ও মাওবাদীদের মধ্যে দশকব্যাপী চলা গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে। এই গৃহযুদ্ধে প্রায় ১৩০০০ মানুষ মারা যায়।

আনমিন এর প্রধান জনাব মার্টিন বলেন, আগামী ছয় মাসের মধ্যে আনমিনকে তার কাজ সমাপ্ত করতে হবে। তবে আনমিন যাতে তার কার্যক্রম ধীরে ধীরে গুটিয়ে নিতে পারে সেজন্য বিশেষত অস্ত্র নজরদারির ক্ষেত্রে আরো টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে।

শিশুদের জীবন রক্ষায় প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট স্বাস্থ্য কৌশল- ইউনিসেফ

২২ জানুয়ারি- প্রতিদিন পাঁচ বছর বয়সী ২৬,০০০ শিশু মারা যায়। তাই জাতিসংঘ শিশু তহবিল আজ প্রকাশিত তার বাৎসরিক প্রতিবেদনে বলেছে এসব শিশুদের জীবন বাঁচাতে শক্তিশালী কৌশলের প্রয়োজন। প্রতিবেদনে জোর দিয়ে বলা হয় শিশু ও মায়েদের স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ একটি মানবাধিকার ও আবশ্যক উন্নয়ন কর্ম।

যেখানে ১৯৬০ সালে প্রায় ২ কোটি শিশু তাদের পঞ্চম জন্মদিনের পুর্বেই মারা যেত, সেখানে ২০০৬ সালে এ হার কমে ১ কোটিরও কমে- ৯৬ লক্ষে- দাঁড়িয়েছে। এই প্রথমবারের মত শিশু মৃত্যুর হার ৬০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

তবে ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক অ্যান এম. ভেনেম্যান *২০০৮ এ বিশ্বে শিশুদের অবস্থা* শীর্ষক ১৬৪ পৃষ্ঠার এই প্রতিবেদনের ভুমিকায় লিখেছেন, এতে সন্তুষ্ট হওয়ার কোন সুযোগ নেই। জেনেভায় আজ এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়।

তিনি প্রতি বছর ৯৭ লক্ষ কচি প্রাণ ঝরে যাওয়াকে অগ্রহণযোগ্য বলে অবহিত করেন বিশেষত যখন অনেক ক্ষেত্রেই এই মৃত্যু ঠেকানো সম্ভব। তিনি কম্যুনিটি পর্যায়ে মা ও শিশুর জন্য অত্যাবশ্যকীয় সেবাগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনেরও আবেদন জানান।

নতুন প্রতিবেদনে চিকিৎসা লাভের সুযোগ বৃদ্ধি ও প্রতিরোধের পন্থার ওপর জোর দেয়া হয়। এতে বলা হয় সহজ ও সাশ্রয়ী পন্থা যেমন: টিকাদান, মশারির ব্যবহার ও ভিটামিন 'এ' ট্যাবলেট গ্রহণ প্রভৃতির মাধ্যমে শিশুর জীবন রক্ষা করা সম্ভব।

শিশু স্বাস্থ্য খাতে উলে-খযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হওয়া সত্ত্বেও বেশকিছু দেশ এখনও শিশু মৃত্যুহার হ্রাসের ক্ষেত্রে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনের ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যে ২০১৫ সালের মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার দুই তৃতীয়াংশ হ্রাসের কথা বলা হয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) মহাপরিচালক মার্গারেট চ্যান বলেন, শিশু স্বাস্থ্য খাতে জাতিসংঘ নির্ধারিত লক্ষ্য পুরণের জন্য স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি, তবে দুর্বল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থাকাকালীন অবস্থায়ও অগ্রগতি অর্জন সম্ভব। বহু দেশে দেখা গেছে অভিনব কর্মসুচির মাধ্যমে সুসমন্বিত পদ্ধতিতে প্রতিটি শিশুকে একই সময়ে একটি প্যাকেজের আওতায় আনা হয় যা তাৎক্ষনিক সুফল বয়ে আনে।

প্রতিবেদনে শক্তিশালী জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও সুনির্দিষ্ট রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সমন্বয়ে একটি 'সেবা আধার' সৃষ্টির ওপর জোর দেয়া হয়, যা গৃহ থেকে স্থানীয় চিকিৎসাকেন্দ্রে ও সম্প্রদায় এবং এর বাইরেও ছড়িয়ে পড়বে। গৃহস্থালি জরিপ এবং হু ও বিশ্ব ব্যাংকের মত সহযোগী সংস্থাগুলোর উপাত্ত থেকে এ প্রতিবেদনের তথ্য নেয়া হয়।

যে ৬২টি দেশ এখনও লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় অগ্রগতি অর্জন করতে পারেনি তাদের তিন-চতুর্থাংশই আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত। আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলে প্রতি ছয়জন শিশুর মধ্যে একজন তার পঞ্চম জন্মবার্ষিকীর পুর্বেই মৃত্যুবরণ করে, যা ২০০৬ সালে সারা বিশ্বে মৃত্যুবরণ করা পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর প্রায় অর্ধেক।

আফ্রিকা ও অন্যত্র শিশু ও মাতৃমৃত্যুহার হ্রাসে অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে ইউনিসেফ, হু এবং বিশ্ব ব্যাংক একটি অবকাঠামো তৈরি করেছে যা গবেষণা ও মুল্যায়নের জন্য আরো জোরালোভাবে উপাত্ত সংগ্রহ ও রোগ-নির্দিষ্ট ও পুষ্টি সংক্রান্ত পদক্ষেপের মাধ্যমে একটি 'সেবা আধার' প্রদানের আহবান জানায়।

অধিকন্তু তারা শক্তিশালী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পাশাপাশি সমন্বিত স্বাস্থ্য কৌশলের প্রতি রাজনৈতিক অঙ্গীকার জোরদার করার আহবান জানায় এবং আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য কর্মসুচি ও অংশীদারিত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কথা বলে।

গাজা: ত্রাণ পরিবহনের পথ বন্ধের বিষয়ে মহাসচিবের উদ্বেগ প্রকাশ

১৮ জানুয়ারি– জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন গাজায় ত্রাণ পরিবহনের পথগুলো বন্ধের ইসরাইলি সিদ্ধান্তের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে আজ এর সম্ভাব্য মানবিক পরিণতির ওপর জোর দেন।

বান কি-মুনের মুখপাত্র এক বিবৃতিতে জানায়, যদি এ পরিস্থিতি চলতে থাকে তবে গাজা উপত্যকায় খাদ্য, ওষুধ ও ত্রাণ সামগ্রীর ঘাটতি দেখা দিতে পারে। তিনি গাজার বেসামরিক জনসাধারণের ক্ষতি হতে পারে এমন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে ইসরাইলের প্রতি আহবান জানান।

তিনি বলেন, এর ফলে পানি পাম্প করার এবং বাড়ি ও হাসপাতালে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য অত্যাবশ্যকীয় জ্বালানির সরবরাহ বিঘ্নিত হতে পারে।

বিবৃতিতে তিনি অনতিবিলম্বে গাজায় সহিংসতা বন্ধের জন্য আহবান জানান যা ইসরাইলের দক্ষিণাঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

জাতিসংঘ মহাসচিব ইসরাইলে ফিলিস্তিনি চোরাগুপ্তা ও রকেট হামলা বন্ধের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন এবং ইসরাইলি প্রতিরক্ষা বাহিনীকে (আইডিএফ) সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শনের আহবান জানান।

তিনি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন মেনে চলার এবং জনসাধারণের জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত না করার ব্যাপারে পক্ষগুলোর দায়বদ্ধতার কথা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন।

গত নভেম্বরে মেরিল্যান্ডের অ্যানাপোলিজে শুরু হওয়া রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে শান্তির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল এই ধরনের হিংসা বিদ্বেষের কারণে তা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে বান কি-মুন আশংকা প্রকাশ করেন।

গাজায় বর্তমান উদ্বেগজনক ও নাজুক মানবিক পরিস্থিতির ওপর আজকের সীমান্ত বন্ধের এই সিদ্ধান্ত যে প্রভাব ফেলতে পারে সে ব্যাপারে মানবিক বিষয় সংক্রান্ত জাতিসংঘের অধস্তন মহাসচিব জন হোমস আশংকা করেন।

নিউ ইয়র্কে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে জনাব হোমস বলেন, এই পথ ছিল গাজায় মানবিক সাহায্য ও অন্যান্য পণ্য পরিবহনের প্রধান পথ। তাই এটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে খাদ্য উপাদান, চিকিৎসা উপকরণসহ ত্রাণ সামগ্রী ও নিত্যপ্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় উপাদানের ঘাটতি দেখা দেবে। জনাব হোমস নিউ ইয়র্কে সাংবাদিকদের একথা বলেন। জনাব হোমস জরুরি ত্রাণ সমন্বয়কেরও দায়িত্ব পালন করবেন।

তিনি আরো বলেন সম্প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়া এ অঞ্চলের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে যা অত্যন্ত জরুরি।

জাতিসংঘ দুতের মায়ানমার প্রত্যাবর্তনের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হতে পারে- নিরাপত্তা পরিষদ

১৭ জানুয়ারি– মায়ানমারে পরিবর্তনের ধীর গতিতে হতাশ নিরাপত্তা পরিষদ আজ জানিয়েছে দেশটিতে জাতিসংঘের বিশেষ দুত ইব্রাহিম গাম্বারির আগেভাগেই ফেরত যাওয়া গণতন্ত্র ও জাতীয় আপোষ- মীমাংসার ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনে সহায়তা করতে পারে।

জনাব গাম্বারির মায়ানমারে ফেরত যাওয়ার আমন্ত্রণ রয়েছে এবং তাকে এ মাসেই সেখানে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। যদিও সরকার চায় তিনি এপ্রিলের মাঝামাঝি দেশটিতে যান।

জানুয়ারি মাসের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি লিবিয়ার রাষ্ট্রদুত গিয়াডালা এতালহি সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে এক বিবৃতি পাঠকালে বলেন, গত অক্টোবরে পরিষদের সভাপতির বিবৃতিতে যে লক্ষ্যগুলো নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল এ যাবৎকাল পর্যন্ত সেগুলো অর্জনের

ধীর গতির কারণে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট এ পরিষদ হতাশ।

এর মধ্যে রয়েছে সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি জাতীয় আপোস-মীমাংসার প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য আটক বিরোধী দলীয় নেত্রী অং সান সুচিসহ সংশি-ষ্ট অন্যান্যদের সাথে 'প্রকৃত সংলাপ' এর জন্য সরকার কর্তৃক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সকল রাজনৈতিক বন্দি ও অবশিষ্ট আটক ব্যক্তিদের মুক্তি দেয়া।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, পরিষদের সদস্যরা অধিকতর অগ্রগতি অর্জনের গুরুত্বের ওপর জোর দেয় এবং বলে মায়ানমারে জনাব গাম্বারির আগেভাগে প্রত্যাবর্তন এতে সহায়তা করতে পারে।

পরিষদের আলোচনা সম্পর্কে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদানকালে জনাব গাম্বারি বলেন, যদিও তার মায়ানমারে প্রত্যাবর্তনের তারিখ এখনও আলোচনাধীন রয়েছে তবে আলোচনাধীন বেশ কিছু বিষয়ের আলোকে এটা মনে হচ্ছে যে যত শীঘ্র প্রত্যাবর্তন করা যায় ততই ভাল।

সংবিধান, সকল রাজনৈতিক বন্দির মুক্তি এবং জনগণের মধ্যে অসন্তোষের মুল কারণ চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে মায়ানমার কর্তৃপক্ষের প্রকৃত অগ্রগতি অর্জন করা প্রয়োজন।

জনাব গাম্বারি ২০০৭ সালে গ্রীষ্মে শান্তিপ্রিয় প্রতিবাদকারীদের ওপর সরকারি বাহিনীর হামলার পর দু'দুবার মায়ানমার সফর করেন। তিনি এ মাসের শেষ দিকে ভারত ও চীন সফরেরও ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, যদিও এ অঞ্চলের দেশগুলো মহাসচিবের দপ্তর মায়ানমার ইস্যুতে যে সহায়তা প্রদান করছে তার প্রতি পুর্ণ সমর্থন জানিয়েছে তারপরও সব পক্ষেরই আরো অনেক কিছুই করার রয়েছে।

তিনি বলেন, একটি শান্তিপুর্ণ, সমৃদ্ধ এবং জনগণের মানবাধিকারের প্রতি পুর্ণাঙ্গ শ্রদ্ধাশীল গণতান্ত্রিক মায়ানমার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে দেশের ভেতরে ও বাইরে যাদেরই ভুমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে তাদের সকলকেই তা করতে দেয়া উচিত।

** ** **